দৈনিক সংবাদ

তারিখ 11 SEP 1988

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

158

'পরীক্ষার্থীরা খাতার পেছনে ছুটছে কেন' প্রসঙ্গে

গত ১৯শে ভাদ্র দৈনিক সংবাদ-এর চিঠিপত্র কলামে প্রকাশিত অধ্যাপক কাজী আবদুল লতিফ সাহেবের লেখা 'পরীক্ষার্থীরা খাতার পেছনে ছুটছে কেন' শিরোনামের পত্রটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমি অধ্যাপক সাহেবের প্রস্তাব যুক্তির সাথে একমত হতে পারলাম না। অধ্যাপক সাহেব প্রস্তাব করেছেন মেধা তালিকা বাতিল করার জন্য। তিনি টেলিভিশনে 'সংকাল' অনুষ্ঠানের গোলটেবিল আলোচনা উদ্ধৃত করে বলেছেন, মেধা তালিকায় স্থান পাবার উদ্দেশ্যে ছাত্ররা পরীক্ষার খাতার পেছনে ছোটে। এ যুক্তি গ্রহণ করা যায় না। সাধারণতঃ ভাল ছাত্র যারা মেধা তালিকায় স্থান পায় বা পাওয়ার উপযোগী তারা কখনই খাতার পেছনে ছোটে না। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, মেধা তালিকা প্রকাশের পরবর্তী কোন গুরুত্ব নেই। পরবর্তী গুরুত্ব বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন? তবে অন্য কোথায়ও এর না থাক, ভাল ছাত্রদের মধ্যে এর গুরুত্ব যে অসীম তাতে দ্বিমত প্রকাশের কোন অবকাশ নেই। আর এই কারণেই ছাত্রদের পড়াশোনার গুণগতমান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ ১ম বিভাগপ্রাপ্ত ছাত্ররা প্রায় সবাই খুব ভাল এবং নিয়মিত পড়াশোনা করে। নিজেকে একজন প্রতিযোগীভাবে এমনকি মেধা তালিকায় স্থান পাওয়ার আশায় সে যথেষ্ট চেষ্টা করে পড়াশোনা করে। এতে তাদের মধ্যে পড়ালেখার মান যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়, যদিও প্লেস পায় কয়েকজন।

তিনি আরও যুক্তি দেখিয়েছেন যে, একবার ১ম হলে পরে সেটা রক্ষা করতে না পারলে সেই ছাত্র মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এমন নজির বাস্তবে খুব বেশী আছে বলে মনে হয় না। একবার একজন ভাল ফল পেলে সে যে মানসিক উৎসাহ পায় সেটা তাকে প্রাপ্ত ফলাফল ধরে রাখতে এবং আরও উন্নতি করতে যথেষ্ট সাহায্য করে। কেননা অর্থ যেমন অর্থের জন্ম দেয়, সাফল্যও তেমনি সাফল্যের জন্ম দেয়। হয়তো বা প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক সময় মেধা তালিকার নীচের ছাত্রও পরের পরীক্ষায় বেশী ভাল করতে পারে। তেমনিভাবে একজন ১ম স্থান অধিকারী ছাত্রও একটু নীচে নেমে যেতে পারে। বলতে বাধা নেই যে, প্রক্রিয়া বলবৎ থাকায় সার্বিকভাবে শিক্ষার মানের যথেষ্ট উন্নতি হয়। এই সমস্ত কারণে মেধাতালিকা প্রকাশের যে বর্তমান ধারা প্রচলিত আছে সেটা বাতিল করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। মেধাতালিকা বাতিল করলে ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতা কমে আসবে। সবাই তখন ভাবতে শুরু করবে ৬০% পেয়ে ১ম বিভাগ আর ৮০% পেয়ে ১ম বিভাগের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সে প্রথম বিভাগ পায় ২।১ জন। বাকী সব ২য় বিভাগ, কেউ কেউ তৃতীয় বিভাগ পায়। ২য় বিভাগ পাবে এমন ছাত্র যাতে মনে করতে না পারে সে ৪৫% পেয়ে ২য় বিভাগ আর ৫৯ পেয়ে দ্বিতীয় বিভাগ একই কথা এবং এই কথা মনে করে যাতে ছাত্রদের মধ্যে পড়ালেখার প্রতিযোগিতা কমে যেয়ে শিক্ষার মান খারাপ না হয় এই

(২-এর পাতায় দেখুন)

চিঠিপত্র

(৪র্থ পাতার পর)

উদ্দেশ্যেই মার্কসীটে সবারই সিরিয়াল নম্বর করা হয় যেটা প্রকারান্তরে মেধা তালিকাই প্রকাশ করে। ফলে দেখা যায়, ২য় বিভাগ পাবে নিশ্চিত জেনেও ছাত্রদের মধ্যে পড়ালেখার গুণগতমান ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং, ছাত্রদের পড়ালেখায় উৎসাহ দেয়া, ভাল ছাত্রদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার মান বৃদ্ধির উপায় হিসেবে মেধাতালিকা প্রকাশের যে প্রচলিত পদ্ধতি সেটা বাতিল না করে বরং পরবর্তীতে যাতে এর একটা গুরুত্ব থাকে সে ব্যবস্থা করাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

নিরঞ্জন কুমার রায়,
ফিন্যান্স বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।